হরিণাকুণ্ডুতে ব্যতিক্রমী দোকান, দোকানদার ছাড়াই চলে বেচাকেনা!

দোকানদার ছাড়াই চলে দোকান। এমন ব্যতিক্রমী দোকান রয়েছে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার চারাতলা বাজারে। বিক্রেতা বা মালিক ছাড়াই সম্পূর্ণ পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে এই দোকানে চলে বেচাকেনা। যেখানে ক্রেতারা নিজেরাই পছন্দের জিনিস কিংবা চা-পান তৈরি করে নেন। কেনাকাটার পর হিসাব করে নির্ধারিত ক্যাশবাক্সে দাম রেখে যান ক্রেতারাই।

মালিকবিহীন এমন দোকানে প্রতিদিন ক্রেতারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাঁচা শাক-সবজি, চা, পানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য নিজের হাতে মেপে নিতে পারেন। অনেকেই এই দোকানকে বলেন ‘সততা স্টোর’, কেউ বলেন ‘ভরসার ব্যবসা’। স্থানীয়দের দাবি, মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর ভরসা করে দোকানটি পরিচালিত হয়। এ কারণেই দোকানটির এমন ব্যতিক্রমী পরিচিতি।

দোকানটির অবস্থান উপজেলার চারাতলা বাজারের প্রধান সড়কের পাশে। দোকানের মালিক শমসের মণ্ডল (৬৭)। তিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। তাই দোকানের পাশের একটি চালাঘরে চৌকি পাতা আছে, সেখানে তিনি শুয়ে থাকেন। তিনি একই উপজেলার ভালকি গ্রামের বাসিন্দা। পরিবারের পাঁচ সদস্য নিয়ে এই দোকানের আয়ের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করছেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দোকানের মালিক সাধারণত দোকানে থাকেন না। থাকলেও পাশের চালাঘরে খাটে শুয়ে থাকেন। আর ক্রেতারা যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী দোকানে এসে পণ্য নিয়ে নির্ধারিত টাকা রেখে চলে যান। কেউ তাঁকে ঠকাতে চান না। আবার কেউ ঠকালেও তার বিচার তিনি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেন।

তিনি প্রতিদিন সকালে এসে দোকান খোলেন, ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করেন এবং পণ্যগুলো গুছিয়ে রাখেন। এরপর দোকানটি ক্রেতাদের জন্য রেখে তিনি চলে যান। মাঝে মধ্যে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন বা পাশের চালাঘরে বিশ্রাম নেন। পরে রাতে এসে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে যান।

দোকানের মালিক শমসের মণ্ডল জানান, ‘আমার দোকানে কখনো কোনো হালখাতা হয়নি, কোনো দিন কোনো চুরিও হয়নি। আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করে দোকান ফেলে রেখেছি। প্রতিদিন ৪ থেকে ৫ হাজার টাকার বেচাকেনা হয়। এতেই আমার সংসার খুব ভালোভাবে চলে যায়।’

বৃষ্টিতে ভোগান্তি কোরবানির পশু বেচাকেনায়

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সর্ববৃহৎ বামন্দী নিশিপুর পশুহাটে শেষ মুহুর্তে কোরবানির পশু বিক্রি করে বেপারীদের মতোই ক্রেতারাও স্বস্তি পেতে চেয়েছিল। কিন্তু দফায় দফায় বৃষ্টিতে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে কোরবানি পশু বেচাকেনার জন্য আসা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের। তবে তূলনামূলক কম দামে কোরবানির পশু কিনতে পেরে ভোগান্তির মধ্যেই খানিকটা খুশী ছিলো ক্রেতারা।

বামন্দী নিশিপুর পশুহাটের ইজারাদারের তথ্য অনুযায়ী (২৬শে জুন) সোমবার ছিলো ঈদের পূর্বে কোরবানির পশু বেচাকেনার শেষ হাট। বামন্দীতে প্রতি শুক্রবার ও সোমবার সাপ্তাহিক পশুহাট বসে। স্বাভাবিক বেচাকেনার সাথে প্রতি ঈদের সময় ব্যাপকভাবে পশু বেচাকেনা যোগ হয়। সোমবার সকল থেকে বিকেল পর্যন্ত দেড় হাজার গরু ও দুই হাজার ছাগল ক্রয়বিক্রয় হয়েছে বলে জানান ওই হাটের ইজারাদার আমিরুল ইসলাম শেখ।

কোরবানির পশু গরু বিক্রি করতে আসা শোলমারি গ্রামের হাবিবুর রহমান বলেন, আমি পারিবারিক ভাবে একটি গরু পালন করেছিলাম। গরুটির দাম ধরেছিলাম দেড় লাখ টাকা কিন্তু বৃষ্টি আর বেপারী স্বল্পতায় গরুটি বিক্রি করতে হয়েছে এক লাখের কিছু বেশি টাকাতে। আজকে ঈদের আগে শেষ হাট তাই কিছুটা কমদামে গরুটি বিক্রি করতে হয়েছে। লোকসান না হলেও আশানুরূপ লাভ হয়নি।

তেতুলবাড়িয়া গ্রামের গরুর বেপারী আবুল সরদার বলেন, ঈদের আগে দুটি হাটেই আমাদের ভালো লাভ হয়নি। কিছুই করার নেই বৃষ্টির জন্য অল্প দামে ছেড়ে দিতে হয়েছে।

আরেকজন গরু বিক্রেতা সহড়াতলা গ্রামের আব্দুল আওয়াল বলেন, আজকে বিক্রেতা কম থাকায় গরুর দাম অনেকটা কমে গেছে। তারপর আবার দফায় দফায় বৃষ্টিতে হাটে মানুষ দাড়াতে পারেনি। তবে খুব একটা বেশি লাভ হয়নি বেপারীদের।

কোরবানির পশু গরু কিনতে আসা তেরাইল গ্রামের কাফিরুল ইসলাম বলেন, বৃষ্টির ভোগান্তি থাকলেও কম দামেই গরু কিনতে পেরেছি। এলাকার বাইরের গরু কেন পার্টি আজ খুব কম ছিলো তাই এই সুবিধা পেয়েছি আমরা।

কোরবানির পশু কিনতে আসা আরেকজন মেহেরপুর সদর উপজেলার মোনাখালি গ্রামের আইয়ুব আলী বলেন, কোরবানি দেওয়ার জন্য একটা ছাগল আর একটা গরু কিনলাম; গরু কম দামেই কিনতে পেরেছি কিন্তু ছাগলের বাজার চড়া থাকাই কম দামে কিনতে পারিনি। আর বৃষ্টিতে কাঁদা-গোবর লেগে পোশাকের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে।

মেহেরপুরের বিপনি বিতানগুলোতে চলছে শেষ মূহুর্তের বিকিকিনি

বৈশ্যিক সমস্যা করোনার কারণে সারাদেশের ন্যায় গত দুই বছর থমকে যাওয়া মেহেরপুরের ঈদ বাজার এখন জমজমাট বিকিকিনি। বিপনী বিতানগুলোতে সকাল থেকে গভীর রাত অবধি চলছে বেচাকেনা।

ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে নানা রঙের আলোয় সেজেছে বিপণি বিতান গুলো। জমে উঠেছে কেনাবেচা। ২১ টি রোজার পার হলেও যেনো ক্রেতাদের ভীড় কমছেনা। পছন্দের পোশাক কিনতে জেলা ও উপজেলা শহরে ভিড় করছেন ক্রেতারা।

শুধু পোশাকের দোকান নয়, ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে জমে উঠেছে কসমেটিক্স দোকানগুলোতে। তবে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের উভয়ই একই অভিযোগ আগের তুলনায় সকল পণ্যের দাম বেশি।

বিক্রেতারা বলছেন, গত দুই বছর করোনা কারণে দোকানে তেমন ব্যবসা

করা যায়নি। এ বছর পুরোদমে ব্যবসা করতে পারছেন তারা। দ্রব্যমূল্যের দাম বেশি হওয়াই কিছুটা ব্যবসা কম হচ্ছে, এরপরও খুশি তারা।

ফাহাদ তার নানি ও মায়ের সাথে মেহেরপুর শহরে এসেছে ঈদের মার্কেট করতে। ফাহাদের মা ফাহমিদা বলেন, ছেলে একটা প্যান্ট এবং শার্ট দেখে খুব পছন্দ করেছিল। ছেলেকে পরিয়ে দিই শরীরে ফিটিং হয়েছে কিনা। তার খুব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু সেই প্যান্ট এবং শার্ট অবশেষে বেশি দামে কিনে নিতে হয়েছে।

রাজাপুর গ্রামের সীমা খাতুন এসেছে মেহেরপুর শহরের বড়বাজার এলাকার হাজী রাবেয়া মার্কেটে। তিনি বলেন, গত বছরের তুলনায় এ বছরে সব কিছুর দাম বেশি। আমার দুই ছেলে মেয়ের পছন্দমত জামা কাপড় কিনতে গিয়ে ১০ হাজার টাকা মত খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত নিজেদের জন্য সেই ভাবে কিছু কিনতে পারিনি।

সদর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের আলফাজ উদ্দীন এসেছেন ঈদ মার্কেট করতে। অনেক বিপনি বিতানে ঘুরে কাহিল হয়ে পড়েছেন। অবশেষে বড় বাজারে এসেছেন কিছু কিনবে বলে। তিনি বলেন জামা প্যান্ট নেওয়ার জন্য বিভিন্ন দোকান ঘুরছি গত বছরের তুলনায় এ বছরে কাপড়ের দাম অনেক বেশি বলছে।

দারিয়াপুর গ্রামের আব্দুর রহমান ও সাবান আলী বলেন, ‘এ বছর পোশাকের আমদানি বেশি হলেও জিনিসের দাম একটু বেশি। দাম কিছুটা কম হলে, ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকত।’

পাটিপাতা কিডস এর স্বত্বাধিকার আতিক বলেন গতবারের তুলনায় মালামাল আমাদের বেশি রেটে কেনা পড়ছে। আমরা তুলনামূলক লাভ কম করে কাস্টমারকে দেওয়ার চেষ্টা করছি। মানুষ পাঁচটার জায়গায় দুইটা বা একটা কাপড় কিনছে। আমার কাপড়টা যেন আটকিয়ে না যায় সেজন্য কম লাভে দিয়ে দিচ্ছি।

হোটেল বাজার মাফীন ফ্যাশানের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ আলী বলেন, প্রতিটা জামাকাপড়ের উপর ২০০ টাকা হারে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি গত ঈদের যে পরিমাণ মালামাল দোকানে তুলেছিলাম এবার সেই পরিমাণ মালামাল যদি আবার দোকানে তুলি তাহলে আমার এক্সটা ২ লক্ষ টাকা আরো বেশি লাগবে। তিনি আরো বলেন যে গত বৃহস্পতিবার থেকে কাস্টমাররা ঈদের কেনাকাটা শুরু করেছে। তবে অতিরিক্ত গরমে বেশিরভাগ কাস্টমার বিকেলে এবং ইফতারের পরে আসছেন।

বড় বাজার তানহা কসমেটিক্স এন্ড ফ্যাশান এর স্বত্বাধিকারী আবু তৈয়ব বলেন, বঙ্গবাজার দুর্ঘটনার প্রভাব আমাদের মেহেরপুরেও পড়েছে। যার কারণে প্রতিটি পোশাকের দাম একটু বেশি। তাছাড়া কাস্টমাররা সবসময়ই দোকানে আসছে এবং তাদের পছন্দ অনুযায়ী পোশাক কিনছে।

কাথুলি রোডে সোনিয়া স্টোরের স্বত্বাধিকারী মোঃ সামিউল ইসলাম ডালিম বলেন, সকল প্রকার প্রসাধনীর উপর ১০ থেকে ১৫ টাকা হারে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময় কসমেটিকসের পণ্য কিনতে আসা এক গ্রাহক বলেন আমি কিছুদিন আগে আমি কসমেটিক্সের এই পণ্যটা ৬০ টাকা করে কিনেছি সেই পণ্যটা এখন ৭০ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার রাফিউল আলম বলেন, ‘প্রতিটি মার্কেটেই সাদা পোশাকে পুলিশ থাকছে। বেশি সদস্য বাড়িয়ে ভ্রাম্যমাণ টিম মাঠে কাজ করছে। এখন পর্যন্ত কোনো অপ্রিতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। আগামী দিনেও নিশ্চিন্তে মানুষ ঈদের বাজার করতে পারবে।’